তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দৈনিক
জনকণ্ঠ

বইয়ের বোঝা

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের বইয়ের বোঝা কমানোর জন্য বলেছিলেন। কিভাবে বইয়ের বোঝা কমানো যায়- সে ব্যাপারে কিছু পরামর্শ। ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী একজন শিশু তার শরীরের ওজনের দশ ভাগের এক ভাগ ওজন বহন করতে পারে। অর্থাৎ ১০ কেজি ওজনের একজন শিশু ১ কেজি ওজন বহন করতে পারে। প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে একজন ছাত্র পাঠভুক্ত সকল বই স্কুলে নিয়ে আসে। কিন্তু পাঠ্য-বইয়ের সকল বিষয়ই একসঙ্গে পড়ানো হয় না। একটা বইয়ের মধ্যে যদি ৬টি অধ্যায় থাকে, সকল অধ্যায় একবারে শ্রেণীকক্ষে পড়ানো হয় না। প্রথম অধ্যায় পড়ানো হয়। পরে পর্যায়ক্রমে অন্য অধ্যায় পড়ানো হয়। সকল পাঠ্য বইয়ের প্রথম অধ্যায় পড়ানো হলেও একজন ছাত্রকে সকল বই স্কুলে নিয়ে আসতে হয়। অর্থাৎ পাঠ্য বই ৬টা হলে ৬টা বই-ই স্কুলে নিয়ে আসতে হয়। ফলে বইয়ের বোঝা বেশি হয়ে যায়।

প্রস্তাব হলো- সকল বিষয়ের প্রথম অধ্যায় নিয়ে একটি বই থাকবে, যাতে একটি বই স্কুলে নিলেই চলে। এভাবে সকল বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি বই, তৃতীয় অধ্যায়ের একটি বই, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ অর্থাৎ যে কয়টি অধ্যায় থাকে, ততটি বই হবে। তাহলে স্কুলে বই বহন করার ক্ষেত্রে বোঝা কমবে। এক্ষেত্রে খরচ একটু বেশি হবে। বইয়ের সংখ্যাও বেশি হবে। বিষয়ভিত্তিক আলাদা আলাদা বই থাকতে হবে। খরচ কমানোর জন্য প্রতিবছর বিষয়ভিত্তিক বইগুলো নতুন না দিয়ে আগের বছরের পুরাতন বইগুলো দেয়া যেতে পারে। এক বছরে বই কিছুই হয় না। আগেকার দিনে দশ বছরের পুরাতন বই পড়েছে শিক্ষার্থীরা। নতুন বইয়ের গন্ধ পাওয়ার জন্য সকল বিষয়ের প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ভিত্তিক যে বইগুলো হবে, সেটা নতুন দেয়া যেতে পারে। প্রস্তাবটি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারে।

হুমায়ুন কবির খান
ভালুকা, ময়মনসিংহ